# বেচারী মার্কস ! হায় মার্কসবাদ!!

অমল চট্টোপাধ্যায়

সপ্তাহব্যাপী 'মে দিবস' উৎসবের সবেমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটেছে? অবশ্য উৎসবের শেষ রেশটুকু তখনও অনেকেরই কাটেনি? তন্দ্রাবিজড়িত চোখের সামনে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগানের লক্ষ উর্ধবাহুর সেই ছবি তখনও ভাসছে, কানে ভেসে আসছে সেই গগন বিদারী চীৎকার? সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার দ্বারা সর্বহারার ঐকাকে জোরদার করার পুনরাহ্বান। অনেকেরই মাথায় রয়েছে লালটুপি, হাতে লাল ফেষ্টুন। সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক, ধনতন্ত্র উৎখাত হোক ধ্বনির আওয়াজ ক্রান্তি রেখাদ্বয় পেরিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদীদের প্রমাদ গোণালেন। মনে হলো, পৃথিবী নামে গ্রহটী যেন একটু নড়ে উঠল।

হঠাৎ দেখা গেল, উসুরি নদীর তীরে কিছু লোকের আনাগোনা। একটা থমথমে ভাব। কানে কানে কথা বলার ফিস ফিস আওয়াজ? নদীয় উপর কিছু মোটর বোটের চাঞ্চল্য। রাইফেলের কুঁদোর ঠুকঠাক? বুলেট পোরার শব্দ।

সবেমাত্র ভোর হয়েছে। অনেকে তখনও শয্যাত্যাগ করে নি। সভ্যজগত সর্বহারার ঐকতান শুনেছে ও বাহবা দিয়েছে? ভেবেছে দেবরাজ ইন্দ্রের বজ্রও সর্বহারার এই ঐক্যকে ছিন্ন করতে পারবে না? তাই সাবধান করে দিয়েছে সাম্রাজ্যবাদী ও শোষণকারী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিকে।

কিন্তু? কিন্তু তখনও কোন সভ্য দেশ জানেনা যে উসুরি নদীর এক তীরে মেঘ জমে উঠেছে এবং সেই মেঘের আড়ালে আদিম হিংস্রতার প্রকাশ তখনি পাওয়া য়াবে? অবশ্য অপর তীরের কোন কারণ ঘটেছিল কি না? সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই হিংস্রতা তার কদর্য রূপ ধারণ করল এবং তার নখ ও লোলুপ জিহ্বা প্রসারিত করে নরমাংসের লোভে বায়ু গতিতে অগ্রসর হলো? সপ্তাহব্যাপী উৎসবের শেষ আলোটুকু বুলেটের আওয়াজে কেমন যেন চমকে উঠল, বাজনার ঐকতান ছিঁড়ে গেল? আধো–জাগা মানুষগুলো দিশেহারা হয়ে পড়ল। ছুটোছুটি করতে লাগল। মনে প্রশ্ন জাগল, সর্বহারার এই স্বর্গরাজ্যে আবার কার নররক্তের প্রয়োজন হল? উৎসবের এই শেষ রেশটুকু ছিন্ন করল কারা? নিশ্চয়ই এরা সেই সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্র ও শোষণকারী রাষ্ট্রের নরঘাতকের। কারণ তাদের নেতারা গতকাল বক্তৃতায় বলেছেন, অমাদের তথ্য সর্বহারা তথ্য দুনিয়ার মজদুরদের একমাত্র শত্রু হলো ঐ ওরা, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি? যেমন সভ্য জগত জানে না, তেমন তারাও জানে না যে তাদের অপর এক সর্বহারা ভাই ও প্রতিবেশী এবণ এককালের বড়ভাই নদীর ওপারে গোলাবারুদ অনেক আগে থেকেই মজুত করে রেখেছিল যথাসময়ে ব্যবহার করার জন্যে। গণতন্ত্রী সভ্যজগত ভাবল, মে–দিবস উৎসব পালনের একি নবতম পদ্ধতি? বহু–বিঘোষিত সর্বহারার ঐক্য কি এই ভাবেই সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হবে? তা হলে তো এই মহড়া আর কয়েকদিন আগেই আরম্ভ করলে ভাল হতো। ওদিকে কিন্তু তখন উসুরি নদীর জল এক সর্বহারার বুলেটে আহত অন্য সর্বহারার তাজারক্তে লাল হয়ে উঠেছে। সূর্যদেব নিজের দেহের রঙের সঙ্গে নদীর জলের এই আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে সর্বহারার মহান নেতাদের ও খোদ মার্কস সাহেবকেই নি:শব্দে লাল সেলাম জানালেন? মনে মনে বললেন, সর্বহারার ঐক্য, জিন্দাবাদ!

চীন দেশ ঘোষণা করেছে তাদের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ অনিবার্য। অবশ্য এ ঘোষণা নতুন নয়। বিগত কয়েক বছর যাবতই এ'দুটি দেশ পরস্পর গুলি বিনিময় করে সর্বহারার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব জোরদার করার আন্তরিক চেষ্টা করেছে এবং শোধনবাদের কাঠগড়ায় একে অপরকে দাঁড় করিয়েছে। দু'জনেই দাবি করেছে যে তারা প্রত্যেকেই নির্ভেজাল মার্কসবাদী ও লেনিনপন্থী এবণ অপরজন প্রতিক্রিয়াশীল ও শোধনবাদী। তাদের নিষ্ঠা ও নির্ভেজালতার প্রতি গণতান্ত্রিক পৃথিবীর যেমন কোন কৌতূহল নেই, তেমন নেই কোন ঔৎসুক্য। চীন সামরিক হস্তক্ষেপ ও হঠাৎ চড়াও হয়ে আক্রমণ করার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়াকে দোষারোপ করে সাম্রাজ্যবাদীদের লোলুপ হিংস্রতার সঙ্গে তার তুলনা করে, অথবা রাশিয়া চীনের সমরলিপ্সা ও জবরদখল করার অদম্য লোভকে নিন্দা করে। কারণ এ রকম পরস্পর দোষারোপ সর্বহারার এই পথিকৃৎদ্বয়কে সভ্যজগতের কাছে শুধুমাত্র হাস্যাস্পদই করেছে। কিন্তু এখানে লক্ষনীয়, এ'দুটি দেশ যখন পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত–বিরোধ সমস্যা সমাধান করার প্রয়াস করছিল, ঠিক তখনই ঘটল এই অনুপ্রবেশ ও রক্তপাতের ঘটনা? এটা হয়ত সর্বহারা রাষ্ট্রের নিজেদের মধ্যে আলাপ–আলোচনা শুরু করার এক নবতম রীতি।

আবার আরও তাৎপর্যপূণ ঘটনা হলো, এই অনিবার্য যুদ্ধের পরিপেক্ষিতে চীনে সাজ–সাজ রব উঠেছে এবং চীনে

সর্বোচ্চ ক্ষমতাসীন দলীয় সংস্থা 'সামরিক কমিশন' যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে সমগ্র সেনাবাহিনী, গণমুক্তি ফৌজ ও শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে এবং এদের সকলকে আহ্বান জানিয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি যুদ্ধকালীন গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেছে। অধিক কি, এই অবধারিত যুদ্ধের ভয়ানকতার কথা চিন্তা ক'রে চীনা উপ–প্রধানমন্ত্রী শ্রী কু মু–র নেতৃত্বে কুড়িজন সদস্য বিশিষ্ট এক প্রতিনিধিদল পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথা ব্রিটেন, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতিতে আধুনিক ও উচ্চমানের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার জন্যে অতি বাগ্র হয়ে ঘুরছেন? রয়টারে এক সংবাদে প্রকাশ, শুধুমাত্র ফ্রান্স থেকে চীন যুদ্ধবিমান, হেলিকপটার, মিসাইলস, ট্যাঙ্ক–বিধ্বংসী অস্ত্র প্রভৃতি বাবদ কয়েক কোটি টাকার অস্ত্রশস্ত্র সম্প্রতি আমদানি করেছে। আবার আণবিক শক্তি, তেল–কয়লা–প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি শিল্পকে আপোৎকালীন গতিতে উন্নয়ন করা এবং বিশেষ করে সোভিয়েত 'মিগ ২৫ বক্সফ্যাট' বিমানের সমতুল্য ফরাসী 'মিরেজ ২০০০' বিমান নিজেদের দেশে প্রস্তুত করার জন্যে এই নেতারা চুক্তিপত্রে সাক্ষরও করেছেন। অন্যান্য ধনতান্ত্রিক ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করার জন্যে চীন সমভাবেই অগ্রহী।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য হলো, সোভিয়েত রাশিয়ার যুক্তি যথা অন্য দেশ থেকে আমন্ত্রণ পেলে তবেই তারা সে দেশে সৈন্য সমাবেশ করে– তা খন্ডন ক'রে পিকিং বলেছে, ''ক্রেমলিন যে এই যুক্তিতেই নয় এবং এই রাষ্ট্রগুলি যে একে সোভিয়েতের কুক্ষিগত হয়েছে সে কথাও সকলে জানেন। এবং বলাবাহুল্য, আমন্ত্রণের অছিলায় অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এই হস্তক্ষেপ, চড়াও হয়ে আক্রমণ এবং রাজ্য বিস্তারের এই নীতি ও পদ্ধতি একমাত্র জারের আমলে রাশিয়ার ও হিটলারের জার্মানির সঙ্গেই তুল্য।''

তাই স্বভাবতাই প্রশ্ন উঠে, দুই বিশাল কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যারা উভয়ে একই মতবাদে বিশ্বাসী, একই পথের পথিক, একই আদর্শগত প্রাণ, দুনিয়ার মজদুর এক হওয়ার আহ্বান য়ারা উভয়েই জানায় এবং যাদের উভয়ের মূল মন্ত্র হলো এ দুনিয়া থেকে ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ উৎখাত ক'রে শোষণমুক্ত ও বিদ্বেষহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সমাজের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারার দল–তারা আজ কী কারণে এই মহারণে উন্মত্ত? শুধু কী তাই? এই মতাদর্শ – যাকে সর্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পথ বলে দাবি করা হয় এবং যার প্রবক্তা বলেছিলেন, যুদ্ধ হলো ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এক অপরিহার্য পরিণতি এবং পৃথিবী থেকে শোষণ উৎখাত করতে পারলে তবেই যুদ্ধ–বিগ্রহ বন্ধ হবে কারণ তখন পরস্পর স্বার্থের সংঘাতের কোন সম্ভাবনা থাকবে না এবং, দ্বিতীয়ত, পৃথিবীতে সর্বহারাদের কোনও নির্দিষ্ট দেশ নেই ও যেহেতু তারা একই শ্রেণীভুক্ত এবং তাদের সকলের স্বার্থ একই, তাই কোনো কৃত্রিম ভৌগোলিক সীমারেখা তাদের পরস্পর স্বার্থকে বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী করতে পারে না – তখন শোষণমুক্ত ও বিদ্বেষহীন এই দুই বিশাল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের একটিকে কী কারণে আজ এক মহাসমরের প্রস্তুতির জন্যে শেষ পর্যন্ত সেই বহু–নিন্দিত ধনতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ–গুলির শরণাপন্ন হতে হচ্ছে? তবে কি এই ষাট বছরেও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা গেল না, যদিও মাত্র বিগত নভেম্বর মাসেই সেই ঐতিহাসিক সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হীরক জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন কালে এই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার সার্থক রূপায়নের কথা বজ্রনিনাদে পুনরায় ঘোষণা করা হলো? অথবা সর্বহারার আন্তর্জাতিক এক শূন্যগর্ভ বুলি মাত্র এবং ভৌগোলিক সীমারেখা তথা ক্ষুদ্র জাতীয় স্বার্থের গন্ডী পেরিয়ে পৃথিবীর সব সর্বহারাদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন–এ শ্লোগানও অনুরূপ ফাঁকা আওয়াজ ও অন্ত:সারশূন্য? আবার যুদ্ধ–বিগ্রহের উৎপত্তির কারণ যে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা–এই বিশ্লেষণ ও চিন্তাধারা যেন অবৈজ্ঞানিক ও অবাস্তব, তেমন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যে শোষণ ও বিদ্বেষমুক্ত–এ দাবিও ফাঁকা ও ভাঁওতা মাত্র। অর্থাৎ মার্কস সাহেব যে তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক, অমোঘ, সনাতন ও ইতিহাস–বিধাতা সৃষ্টি বলে দাবি করেছিলেন এবং তাঁরই মানসপুত্র লেনিন সাহেব যে তত্ত্ব প্রয়োগ ক'রে শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত সোভিয়েত রাশিয়ার পত্তন করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে এই দুই অগ্রনেতার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী কমরেড স্তালিন ও কমরেড মাও–সে–তুং যে রাষ্ট্রদ্বয়ের পরিচালনাভার স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে তাঁদের 'মানসপিতা'–র আদর্শ–কে সার্থক রূপায়িত করতে পেরেছেন বলে জাহির করেছিলেন– বিরোধ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে উসুরি নদীর উভয় তীরে সর্বহারা সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং পরস্পর সাম্রাজ্যবাদী মারণাস্ত্র বিনিময় ক'রে ও এই সর্বহারাদেরই রক্তে ঐ নদীর জল কাস্তে–হাতুড়ি আঁকা পতাকার লাল রঙের মতন লাল ক'রে মার্কসীয় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম পরিণতি ধনতান্ত্রিক শোষণকারী ও সাম্রাজ্যবাদী পৃথিবীর কাছে প্রদর্শন করবে এবং লাল সেলাম জানিয়ে বলবে, ''মার্কসবাদ–লেনিনবাদই সর্বহারাদের মুক্তির একমাত্র পথ।'' আর নিজ তত্ত্বের এই সফলতম পরিণতি দেখে স্বয়ং কার্ল মার্কস তাঁর কবরের মধ্যে আঁতকে উঠবেন। এবং আমরা বিগত ৯–মে সকালে কোলকাতার সুরেন বাঁড়ুজ্যে পার্কে লেনিনের মূর্তিকে কেঁপে উঠতে দেখলাম।